গাংনীর তেঁতুলবাড়িয়া থেকে তিনটি হাতবোমা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার একটি ব্রীজের উপর থেকে তিনটি হাতবোমা উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯টার দিকে গাংনী উপজেলার নওাপাড়া-তেঁতুলবাড়িয়া সড়কের ধলা ব্রিজের ওপর লালকসটেপ মোড়ানো হাত বোমা তিনটি উদ্ধার করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের রাশেদুজ্জামান বলেন, তাঁরা কয়েকজন চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা মোটরসাইকেলের হাট থেকে মোটরসাইকেল কিনে তিনটা গাড়িতে একসাথে আসার আসছিলেন। ব্রীজের কাছাকাছি পৌঁছালে কয়েকজন লোক পালিয়ে যায়। ব্রীজের উপর পৌছানোর পর সেখানে লাল কসটেপ মোড়ানো তিনটি হাতবোমা দেখতে পেয়ে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেন।

পরে গাংনী থানার উপপরিদর্শক পিন্টু সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে এসে বোমা তিনটি উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে নিয়ে থানায় নেন। স্থানীয় বাসিন্দা অ্যাডভোকেট মোশারফ হোসেন জানিয়েছেন, ধারণা করা হচ্ছে ছিনতাইকারীরা ছিনতাইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ছিনতাইকারীরা। তিনটি মোটরসাইকেলে কেয়েকজন লোক আছে ভেবে ছিনতাইকারীরা মাঠের দিকে পালিয়ে গেছে।

গাংনী থানার ওসি বাণী ইসরাইল জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল থেকে বোমাগুলো উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে রেখে প্রাথমিক অবস্থয় নিস্ক্রিয় করা হয়েছে।

গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় হেমায়েতপুর ঈদগাহ প্রাঙ্গণে তাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। গাংনী থানা পুলিশের একটি দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

এসময় বিউগলে করুন সুর বাজানো হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাদির হাসান শামীম অভিবাদন গ্রহণ করে বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনের মরদেহ জাতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছাদিত করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন- গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার সামসুল আলম সোনা, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মজিবুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা শুকুর আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলীসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনের মরদেহে শেষবারের মত ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা বীর মুক্তিযোদ্ধা মজিবুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা শুকুর আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলী। পরে গার্ড অব অনার ও নামাজে জানাজা শেষে স্থানীয় গোরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেন বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাতে বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে নিজ বাড়িতে মারা যান। বার্ধক্যজনিত কারণে বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন তিনি। নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনের স্ত্রী ও দুই ছেলে সহকর্মী মুক্তিযোদ্ধা, বন্ধু-বান্ধব অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছেন।

গাংনীতে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার-১

মেহেরপুর জেলার গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে হৃদয় হোসেন (২৪) নামে এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার পর, স্থানীয় পুলিশ সাবেক ইউপি সদস্য সাইদুর রহমান মিলন (৪৫)-কে গ্রেপ্তার করেছে। আজ বুধবার বিকেলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাইদুর রহমান মিলন গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের আব্দুর রহমান ওরফে ফুলচাঁদ মাস্টারের ছোট ছেলে।

জানা গেছে, আজ দুপুরে চরগোয়াল গ্রামের গোরস্থানের প্রবেশ গেট ট্রাক্টরের ধাক্কায় ভেঙে যাওয়াকে কেন্দ্র করে দু-পক্ষের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। এ বিরোধের জেরে রামনগর বাজারে চরগোয়াল গ্রামের শাহাদত হোসেনের ছেলে হৃদয় হোসেনকে হাতুড়ি দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। স্থানীয় মোটরসাইকেল মেকার জান্নাতের সঙ্গে হৃদয়কে হত্যার কাজে সাইদুর রহমান মিলনও তার লোকজনকে সহযোগিতা করে।

আহত হৃদয় হোসেনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে বামন্দির সেন্ট্রাল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। হৃদয়ের মৃত্যু ঘটানোর পর বিক্ষুব্ধ জনতা জান্নাতের মোটরসাইকেল মেকারের ওয়ার্কশপে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

গাংনী থানার ওসি বাণী ইসরাইল বলেন, “জান্নাতের সহযোগী সাইদুর রহমান মিলনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।”

উল্লেখ্যঃ জান্নাতের বিরুদ্ধে একটি অপহরণ মামলা রয়েছে যা আদালতে বিচারাধীন। ২০১৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর, দেশীয় তৈরি পিস্তল ও তিন রাউন্ড গুলি সহ সাইদুর রহমান মিলনকে পুলিশ আটক করেছিল এবং অস্ত্র আইনের মামলায় তাকে দশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। এরপর ২০২১ সালের ৩ মার্চ আবার ইয়াবাসহ সাইদুর রহমান মিলনকে আটক করা হয়।

এছাড়াও, সাইদুর রহমান মিলন ২০১৭ সালে বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে

যোগদান করেছিলেন এবং ইউপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মেহেরপুরে তুচ্ছ ঘটনায় দু’গ্রামবাসীর সংঘর্ষে যুবক নিহত

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে হৃদয় হোসেন
(২২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। পুড়ে গেছে একটি মোটরসাইকেল ওয়ার্কসপ। সেখানে থাকা কয়েকটি মোটরসাইকেল ভষ্মিভুত হয়েছে। এঘটনায় পুলিশের অবেহলাকে দায়ী করছেন এলাকাবাসী।

আজ বুধবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। নিহত হৃদয় হোসেন একই উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের সাহাদত আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, রামনগর গ্রামের মিরা ইসলাম একটি নতুন ট্রাক্টর কিনেছেন। তার ছেলে ট্রাকটর নিয়ে চরগোয়াল গ্রামে যায়। এসময় ট্রাক্টরের ধাক্কায় চরগোয়াল গ্রামের একটি ঈদগাহের গেট ভেঙ্গে যায়। ঈদগাহের গেট ভেঙে যাওয়ায় ওই গ্রামের লোকজন ট্রাক্টরের চাবি নিয়ে নেয়। এসময় রামনগর গ্রামের জান্নাত মোটররসাইকেল ওয়ার্কসপে বসে বিষয়টি মিমাংসা করার চেষ্টা করে। এসময় উভয় পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্কের এক পযার্য়ে তুমুল সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এতে হৃদয় হোসেন মাথায় লাঠির আঘাত লাগলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাকে উদ্ধার করে বামন্দিতে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে, হৃদয় হোসেনের মৃত্যুর খবর চরগোয়াল গ্রামে পৌছালে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী রামনগরের গিয়ে জান্নাতের মোটরসাইকেল ওয়ার্কসপে ভাংচুর, লটুপাট ও অগ্নিসংযোগ করেন। এতে কয়েকটি মোটরসাইকেলসহ পুরো দো্কান পুড়ে ভষ্মিভুত হয়।

তবে চরগোয়াল গ্রামের জাহিদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, জান্নাতের ওয়ার্কসপে বসে মিমাংসার কথাবার্তা হচ্ছিল।

এসময় জান্নাত বলে আমার দোকানে কি বলে হাতুড়ি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারপিট শুরু করে। তার হাতুড়ির আঘাতে হৃদয়ের মৃত্যু হয়েছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ঘটনার শুরুতে খায়রুল নামের এক দারোগাকে ফোন করি। তিনি আসছি আসছি বলে না আসায় এ ঘটনা ঘটেছে। তিনি আসলে হয়তো বড় ধরণের ঘটনা ঘটতো না।

খবর পেয়ে মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম, গাংনী থানার ওসি বানি ইসরাইলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। বর্তমানে এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

গাংনী থানার ওসি বানি ইসরাইল বলেন, ঘটনাস্থলে আছি। তদন্ত চলছে।

মেহেরপুরে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সম্পাদকসহ গ্রেফতার ৫

গত ২৪ ঘন্টার অপারেশন ডেভিল হান্টে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ মূর্শেদ অতুলসহ মেহেরপুর জেলায় ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হয়েছেন সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদ মূর্শেদ অতুল, সদর উপজেলার শিংহাটি গ্রামের আওয়ামী লীগের সভাপতি মানারুল ইসলাম রয়েছেন।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে ও আজ মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ভোররাত পর্যন্ত জেলা পুলিশের পৃথক দল পৃথকভাবে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেন।

এছাড়া সদর থানা পুলিশ ৩ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে এক আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম পিপিএম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে নেয়া হবে বলে জানান এসপি।

ভ্যান চালক আতিয়ার রহমান হত্যার প্রতিবাদে গাংনীতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের ভ্যান চালক আতিয়ার রহমানের হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এলাকাবাসী মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন।

সোমবার সকাল ১১টায় গাংনী উপজেলার দেবিপুর বাজারে এই মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি মোতালেব হোসেন, ইয়ারুল হোসেন, শফিকুল ইসলাম, সাগর হোসেনসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। মানববন্ধনে এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, নিহত আতিয়ার রহমান একজন ভ্যান চালক ছিলেন এবং এলাকার মানুষের সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। তবুও তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। তারা হত্যাকারীদের দ্রুত সনাক্ত করে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গতকাল রবিবার সকালে ছাতিয়ান-বাদিয়াপাড়া মাঠের মধ্যে থেকে আতিয়ার রহমানের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আতিয়ার রহমান গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের রহিদুল ইসলামের ছেলে।

মেহেরপুরের গাংনীতে ভ্যানচালকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান- বাদিয়াপাড়া মাঠের মধ্যে আতিউর রহমান (৩৫) নামের এক ভ্যান চালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
নিহত আতিউর গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের মাঠপাড়া এলাকার রহিদুল ইসলামের ছেলে। আগের দিন বিকালে ভ্যান নিয়ে বের হয়ে আর বাড়ি ফিরেননি তিনি।
আজ রোববার বেলা ১১ টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, স্থানীয়দের দেয়া সংবাদের ভিত্তিতে মাঠের একটা কলাবাগানের মধ্যে থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার মাথায় আঘাতের চিহৃ রয়েছে। নিহতের স্ত্রী জুলেখা জানান, গতকাল বিকালে ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি। আজ সকালে ফেসবুকে ছবি দেখে তার লাশ সনাক্ত করি।
নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেয়া হয়েছে।
এদিকে এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে পুলিশ ধারণা করছে তার ব্যবহৃত ভ্যান ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে হত্যা করা হয়ে থাকতে পরে। তবে পরিবারের অভিযোগ প্রতিবেশীদের সাথে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণেণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে।

গাংনীতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ র্যাবের জালে ৩ যুবক

প্রতিপক্ষকে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে ফাঁসাতে গিয়ে গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের ৩ জন অস্ত্রসহ র্যাবের হাতে আটক হয়েছে।

গতকাল বুধবার দিবাগত মধ্য রাতে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি ৩ গাংনী ক্যাম্পের এক বিশেষ অভিযানে তাদেরকে আটক করা হয়।

তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি ওয়ান শুটারগান এবং দুইটি বাটন মোবাইল ফোন।

আটককৃতরা হলেন গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের তরিকুল ইসলাম, জেনারুল ইসলাম ও সামিম আজাদ ওরফে বাবুল।

র্যাব-১২ গাংনী ক্যাম্প কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার এনামুল হক জানান, ছাতিয়ান গ্রামের ওমর আলীর ছেলে রতন আলী নামের এক ব্যক্তিকে ফাঁসাতে তার বসতবাড়ির ভিতরে মাটির নিচে অস্ত্র পুতে রেখে র্যাবকে খবর দেন আটক তিন জন। রতনকে ফাঁসাতে অস্ত্র রাখা হয়েছে বলে নিশ্চিত হয় র্যাব। রাতে অভিযান চালিয়ে ওই দিনজনকে আটক করার পর তাদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক রতনের বসতবাড়িতে পুতে রাখা একটি ওয়ান শুটারগান উদ্ধার করা হয়। এদের আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদ করলে রতনকে ফাঁসাতে অস্ত্র রাখার বিষয়টি স্বীকার করে তারা।

আটক তরিকুল, জেনারুল ও বাবলুর বিরুদ্ধে গাংনী থানায় অস্ত্র আইনে মামলাসহ সোপর্দ করা হয়ে হয়েছে বলে জানায় র্যাব কমান্ডার।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের তিন

নেতা গ্রেফতার

অপারেশন ডেভিল হান্টে মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান (৬০), গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রউফ স্বপন মাস্টারসহ তিন আওয়ামী লীগের নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে আব্দুর রউফ স্বপন মাস্টারকে ও আব্দুল মান্নানকে তাদের নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের পৃথক টিম।

গ্রেফতারকৃত আব্দুল মান্নান মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর গ্রামের এলাহী বকসের ছেলে ও কাজিপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুর রউফ স্বপন কাজিপুর গ্রামের হালশানা পাড়ার গিয়াস উদ্দীন মেম্বরের ছেলে ও আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। অপর আটককৃত হলেন, গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের ২ নং ওয়ার্ড শিশিরপাড়া গ্রাম আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ও মুজিনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি বানী ইসরাইল ও মিজানুর রহমান জানান, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমণ আইনে পৃথক মামলা রয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে তাদের আদালতে নেওয়া হবে।

হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফেরাতে গাংনীতে পিঠা উৎসব

গ্রাম বাংলার হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে মঙ্গলবার মেহেরপুরের গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজে তারুণ্যের পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

জমকালো উৎসবে শোভা পাচ্ছে স্বতীন পিঠা, বেক্কল জামাই, মেয়েদের মন, জামাইয়ের প্যাচ, ভালবাসার লাল গোলাপ, পিয়াসা, পাটি সাপটা, চিতই, ভাপা, পুলি, সরু, মালাই রোল, চিটা রুটিসহ পুরনো নানা পিঠার সমারোহ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

নিজেদের স্টলগুলো পরিচালনা করেন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। দিন দিনব্যাপী পিঠা মেলার উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন। উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক, গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম।

তারুণ্যের মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এই পিঠা উৎসবের। গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া পিঠা তৈরি করে হাজির হন কলেজের শিক্ষার্থীরা। সঙ্গে ছিল আধুনিক সব পিঠাও। ২৫ টি স্টলে পিঠার পসরা সাজিয়ে বসেন শিক্ষার্থীরা। তরুণ প্রজন্ম সকাল থেকেই ভিড় জমান পিঠা উৎসবে। পরিচিত হন নতুন ও পুরাতন হরেক রকমের পিঠার সঙ্গে।

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ চত্ত্বরে শুরু হওয়া এ পিঠা উৎসবে ছিল বেশ ভিন্নতা। শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে তৈরী করা এসব পিঠা সাজিয়েছেন তাদের স্টলে। ভোজন রসিকরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর স্বাদ নিচ্ছেন। সেই সাথে অনেকে এসেছেন তাদের সন্তাানদেরকে পিঠা পুলির স্বাদের পাশাপাশি পিঠার সাথে পরিচয় ঘটাতে।

পিঠা উৎসবের আয়োজনে বেজায় খুশি শিক্ষার্থীরা। এ ধরনের আয়োজন তরুণ প্রজন্মকে আরো উদ্যমী করে গড়ে তুলবে বলে মনে করছেন তারা।